''ব্রহ্মা বাবার আরও দুই কদম - আজ্ঞাকারী (ফরমানবরদার)-বিশ্বস্ত''

আজ বাপদাদা চতুর্দিকের স্নেহী আর সহযোগী বাচ্চাদেরকে এবং শক্তিশালী সমান বাচ্চাদেরকে দেখছেন। সকল বাচ্চারাই স্নেহী, কিন্তু শক্তিশালী হলো যথাশক্তি (যার যেমন শক্তি সেই অনুসারে)। স্নেহী বাচ্চাদের স্নেহের রিটার্ন পদম গুণ স্নেহ আর সহযোগ প্রাপ্ত হয় । শক্তিশালী সমান বাচ্চাদেরকে সদা সহজে বিজয়ী ভব'র রিটার্ন প্রাপ্ত হয় । প্রাপ্ত সকলেরই হয়। স্নেহী বাচ্চারা যথাশক্তি হওয়ার কারণে সদা সহজ বিজয়ের অনুভব করতে পারে না। কখনো সহজ, কখনো পরিশ্রমের। বাপদাদা স্নেহী বাচ্চাদেরকেও পরিশ্রমকে সহজ করার সহযোগ দিয়ে থাকেন। কেননা স্নেহী আত্মারা সহযোগীও হয়েই থাকে। তো সহযোগের রিটার্নে বাপদাদা সহযোগ অবশ্যই দেন, কিন্তু যথার্থ যোগ না হওয়ার কারণে সহযোগ পেলেও প্রাপ্তির অনুভব করতে পারে না। যোগের দ্বারাই সহযোগের অনুভব হয়ে থাকে আর শক্তিশালী সমান বাচ্চারা হলো সদা যোগযুক্ত। সেইজন্য সহযোগের অনুভব করে সহজেই বিজয়ী হয়ে যায। কিন্তু বাবার দুই ধরনের বাচ্চারাই প্রিয়। ভালোবাসা আর সদা বিজয়ী হওয়ার শুভ ইচ্ছা সব বাচ্চাদের মধ্যেই থাকে, কিন্তু শক্তি কম হওয়ার কারণে সময় মতো অন্য সব শক্তি গুলিকে কাজে লাগাতে পারে না। বাবা অবিনাশী সম্পদের অধিকারের ক্ষেত্রে সর্ব শক্তির অধিকার সকল বাচ্চাদেরকেই দিয়ে থাকেন, অধিকার দেওয়ার ক্ষেত্রে বাপদাদা কোনো প্রভেদ করেন না, সকলকেই সম্পূর্ণ অধিকারী বানান, কিন্তু নেওয়ার সময় নম্বরক্রমে হয়ে যায়। বাপদাদা কাউকে স্পেশাল, কাউকে আলাদা টিউশন দেন কি? দেন না। পড়াশোনা সকলের এক, পালনা সকলের এক। পান্ডবদের আলাদা পালনা, শক্তিদের আলাদা - এই রকম কী? সকলের এক রকম পালনা আর পড়াশোনা। কিন্তু নেওয়ার ক্ষেত্রে, রেজাল্টে তফাৎ হয়ে যায়! কোথায় অষ্ট রত্ন আর কোথায় ১৬ হাজার ১০৮ রত্ন - কতখানি তফাৎ! এই রকম তফাৎ কেন হলো? পড়াশোনা আর পালনাকে, বরদান গুলিকে ধারণ করা আর কাজে লাগানো - এতেই তফাৎ হয়ে যায় । কোনো কোনো বাচ্চা ধারণাও করে ফেলতে পারে, কিন্তু সময় অনুসারে কাজে লাগাতে পারে না। বুদ্ধি পর্যন্ত ভালোই ভরপুর, কিন্তু কর্মে তা প্রতিফলিত করতে পারে না।

ব্রহ্মা বাবা নম্বর ওয়ান কেন হয়েছিলেন? সেই দুই কদমের কথা আগেই বলেছি না! তৃতীয় - সদা বাবা, শিক্ষক আর সদ্গুরুর আজ্ঞাকারী (ফরমানবরদার) হয়েছিলেন। প্রতিটি ফরমানকে 'জী হাজির' করেছিলেন। বাবার ফরমান হলো - সদা সকল খাজানার উত্তরাধিকারে সম্পন্ন হওয়া এবং অন্যদেরকে বানানো। তো প্রত্যক্ষ ভাবে দেখেছো যে - জ্ঞান, শক্তি, গুণ, শ্রেষ্ঠ সময়, শ্রেষ্ঠ সংকল্প গুলির খাজানা প্রথম দিন থেকে লাস্ট দিন পর্যন্ত কার্যে ব্যবহার করেছিলেন। লাস্ট দিনও সময়, সংকল্প, বাচ্চাদের জন্যই নিয়োজিত করেছিলেন। জ্ঞানের খাজানা, স্মরণের শক্তি আর সহনশীলতার গুণের স্বরূপ - এই সব খাজানাকে লাস্ট সময় পর্যন্ত, শরীরকে ভুলে গিয়ে সেবায় প্র্যাকটিক্যালে লাগিয়ে দেখিয়েছিলেন। তো একে বলা হয় আজ্ঞাকারী নম্বর ওয়ান বাচ্চা। কেননা বাবার বিশেষ ফরমান হলো এটাই যে, স্মরণ আর সেবায় সর্বদা বাবার সমান থাকো । তো আদি থেকে শুরু করে অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্ত দুটি ফরমানকেই প্র্যাকটিক্যালে তোমরা দেখেছো না? স্নেহের চিহ্ন হলো ফলো করা। সুতরাং চেক করো - আদি থেকে এখন পর্যন্ত সকল খাজানাকে স্ব এর সাথে সাথে সেবাতেও লাগিয়েছি? বাবার ফরমান হলো একটিও শ্বাস বা সংকল্প, এক সেকেন্ডের জন্যও ব্যর্থ নষ্ট করবে না। তো সারাদিনে এই ফরমানকেই প্র্যাকটিক্যালে এনেছো? নাকি কখনো এনেছো, কখনো আনোনি। যদি কখনো কখনো আজ্ঞাকারী হয়েছো আবার কখনো কখনো হওনি, তবে কোন্ লিস্টে যাবে? বাপদাদা যদি আজ্ঞাকারীর (ফরমানবরদার) লিস্ট বের করেন, তবে তুমি কোন্ লিস্টে থাকবে? নিজেকে তো নিজে জানো, তাই না? কারণ তোমরা সবাই তো হলে সর্ব খাজানার ট্রাস্টি, মালিক তোমরা। সুতরাং একটি সংকল্পও বাবার বরদান ছাড়া তোমরা ইউজ করতে পারো না। নাকি মনে করো যে, আমরা তো বালক তথা মালিক, সেইজন্য ব্যর্থ নষ্ট করলাম কি যেটাই করলাম, তাতে বাবার কী এসে যাবে! বাবা আমাদেরকে দিয়ে দিয়েছেন, এখন হিসাব নিচ্ছেন কেন? না। তোমরা প্রতিদিন বাবার কাছে বলে থাকো যে, সব কিছু তোমার, কিছুই আমার নয়। বলো কিনা? নাকি কোনো সময়ে আমার আবার কোনো সময়ে তোমার! আমাদের যখন তখন তো আমার, এমনিতে হলো তোমার... এই রকমের চাতুরী ক'রো না তো? ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো যে - নিজের আরামের সময়ও বিচার সাগর মন্থন করে বাচ্চাদের জন্য সময়কে নিয়োজিত করেছিলেন। রাত্রিকালেও রাত জেগে বাচ্চাদেরকে যোগের শক্তি দিতে থাকতেন। ব্রহ্মা বাবার চরিত্রের এই বর্ণনা তো নিশ্চয়ই শুনে থাকবে? ব্রহ্মার কাহিনী শুনেছো তো তোমরা নিশ্চয়ই? ফলো ফাদার করেছো নাকি কেবল শুনেছো? শোনা অর্থাৎ করা।

তো তৃতীয় কদম হলো সদা 'জী হাজির', সদা 'হুজুর হাজির আর নাজির' (তিনি দেখছেনও) । কখনো ব্রহ্মা বাবার থেকে শিব বাবা আলাদা হননি, 'হাজির - নাজির' ছিলেন যে! বাচ্চারা বলেছে বাবা আর বাবা বলেছেন মিষ্টি বাচ্চারা । তো মনের স্থিতিতে সদা হাজির আর নাজির অনুভব করেছেন (উপস্থিতও আছেন আর দেখছেনও)। সেবাতে সদা 'জী হাজির' করেছেন। দিনে হোক, রাতে হোক, সেবার ডায়রেক্শন পেলেন আর প্র্যাকটিক্যাল করলেন এবং কর্মে সদা 'যথা আজ্ঞা' করেছেন। 'যথা আজ্ঞা'র পাঠ পড়িয়েছেন না? তো তোমরা ফলো ফাদার করছো? কখনো হ্যাঁ আজ্ঞে, কখনো না আজ্ঞে করো না তো? তাহলে ভালোবাসার প্রমাণ দেখাও। এই রকম ভেবো না যে, বাবার সাথে আমার যতখানি ভালোবাসা রয়েছে আর কারও নেই। আমার হৃদয়ে দেখো, কী দেখাবো, কী শুনাবো... বাচ্চারা এই রকম গীত গেয়ে থাকে। কিন্তু প্রমাণ দেখাও। প্রমাণ হলো ফলো ফাদার। অতএব চেক করো - স্থিতিতে, সেবাতে, কর্ম অর্থাৎ সম্বন্ধ - সম্পর্কে (সম্বন্ধ ও সম্পর্কে আসাই হলো কর্ম) তিনটিতেই সদা ফলো ফাদার করছো? সব ফরমান (আদেশ) কেবল বুদ্ধি পর্যন্তই থাকে নাকি কর্মেও আসে? রেজাল্টে দেখা যায় যে, যদি বুদ্ধিতে আর বাণীতে ১০০ টা কথা থাকে তবে কর্মে আসে ৫০ টা। তবে তাদেরকে কি ফলো ফাদার বলবে? অসম্পূর্ণ রেজাল্ট থাকলে তাদেরকে কি ফলো ফাদারের লিস্টে রাখবো? তোমরা কি মনে করো? তারা কি আজ্ঞাকারী (ফরমানবরদার)? নাকি তোমরা অর্ধেকেই রাজি আছো? অল্প অল্প তফাৎ থাকলেও চলবে তোমাদের? প্রথম দিকে মালাও বানানো হতো গোল্ডেন - সিলভারের লিস্ট বানানো হতো। তো এখন আবার লিস্ট বের করবো? নাকি সিলভারে নাম আছে দেখে কপার হয়ে যাবে?

সময়ের সূচনা বাবা তো দিচ্ছেনই, কিন্তু প্রকৃতিও দিচ্ছে। প্রকৃতিও চ্যালেঞ্জ করছে, তো সময়ের কথা সামনে রেখে তোমরা অন্যদেরকেও সূচনা দিয়ে চলেছো। ভাষণের মাধ্যমে সবাইকে তোমরা বলছো যে, সময় এসে গেছে, সময় এসে গেছে । তো নিজেকেও সেটা বলে থাকো নাকি কেবল অন্যদেরকেই বলে থাকো? অন্যদেরকে বলাটা তো সহজ তাই না? তো নিজেও এই চ্যালেঞ্জকে স্মৃতিতে নিয়ে এসো। সময় অনুসারে নিজের পুরুষার্থের গতি কেমন? বাপদাদা একটি কথায় মনে মনে মৃদু মৃদু হাসেন। কোন্ কথায় হাসেন জানো? একদিকে মেজরিটি বাচ্চারা কখনো কখনো এক সেকেন্ড এটা ভাবে যে, সময়ের কথা মাথায় রেখে পুরুষার্থে তীব্রতা হওয়া উচিত আর অন্য দিকে যখন মায়া নিজের প্রভাব বিস্তার করে ফেলে তখন পর মুহূর্তেই এটা ভাবে যে, এ'সব তো চলেই, এ তো মহারথীদের থেকেও পরম্পরায় চলে আসছে। তো বাপদাদা কী করবেন? রাগ তো করবেন না, তাই না? মৃদু মৃদু হাসবেন। আর এর বিশেষ কারণ হলো যে, সময়ে সময়ে পুরুষার্থকে অত্যন্ত সহজ করে দিয়েছে, ইজি করে নিয়েছে। স্বভাবকে ইজি করছে না, স্বভাবে টাইটই রয়েছে আর পুরুষার্থে ইজি হয়ে যায় । তারপর ভাবতে থাকে সহজ যোগ না! কিন্তু জীবনে, পুরুষার্থে ইজি থাকা - একে সহজ যোগ বলা হয় না । কারণ ইজি থাকলে শক্তি গুলি মার্জ হয়ে যায়, ইমার্জ হয় না। তোমরা সবাই নিজেদের ব্রাহ্মণ জীবনের আদি সময়কে স্মরণ করো। সেই সময় কেমন পুরুষার্থ ছিল? ইজি পুরুষার্থ ছিল নাকি অ্যাটেনশন যুক্ত পুরুষার্থ ছিল? অ্যাটেনশন যুক্ত ছিল, উৎসাহ-উদ্দীপনাদীপ্ত ছিল আর এখন অমনোযোগিতার ডানলপের বালিশ আর বিছানা পেয়ে গেছো। সাধন গুলি বেশি করে আরামপ্রিয় বানিয়ে দিয়েছে। তো নিজের আদি কালের পুরুষার্থ, আদি কালের সেবা আর আদি কালের উৎসাহ-উদ্দীপনা গুলিকে চেক করো - কেমন ছিল? আরামপ্রিয় ছিলে? (না) আর এখন একটু একটু হয়েছো? সাধন গুলি হলো সেবার জন্য, সাধন নিজেকে আরামপ্রিয় বানানোর জন্য নয়। তো এখন ডানলপের বালিশ আর বিছানাকে সরাও। পটরানী, পটরানা (পট = মেঝে) হও। পালঙ্কেও যদি ঘুমাও তবুও স্থিতি যেন হয় পটরানী- পটরানা'র । দেখো, আদিতে সেবার সময়ে সাধন ছিল না, কিন্তু সাধনা কতো শ্রেষ্ঠ ছিল, যে আদির সাধনার ফলে এত এত বৃদ্ধি ঘটেছে। সুতরাং সাধনার বীজকে বিস্তারে লুকিয়ে যেতে দিও না। বিস্তার যখন হয়, তখন বীজ লুকিয়ে যায়। তো সাধনা হলো বীজ, সাধন হলো বিস্তার। তো সাধনার বীজকে লুকিয়ে যেতে দিও না, এখন আবারও বীজকে প্রত্যক্ষ করাও।

বাপদাদা এই সীজনে কাজ দিয়েছিলেন, কিন্তু তোমরা ক'রোনি। স্মরণে আছে কি দিয়েছিলাম? নাকি খাতাতেই রয়েছে! কাজ দিয়েছিলাম যে, অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির বিষয়ে নিজেও চিন্তা ভাবনা করো আর নিজেদের মধ্যেও চর্চা করো এবং প্র্যাকটিক্যালে এই সাধনার বীজকে প্রত্যক্ষ করাও। তাহলে করেছো? নাকি কেবল একদিন ডিবেট করে নিলে, ওয়ার্কশপ তো হয়ে গেল, কিন্তু ওয়ার্কে সেটা এলো না। তো বর্তমান সময়ানুসারে এখন নিজের সেবা বা সেবা স্থানের দিনচর্যা অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তির বানাও। এখন আরামের দিনচর্যা মিক্স হয়ে গেছে । এই অমনোযোগিতা শরীরের ছোট খাটো শরীর খারাপকেও বাহানা বানিয়ে নেয়। আগেও তো অসুখবিসুখ হতো তো না? কিন্তু সেবার উৎসাহ অসুস্থতাকে মার্জ করে দিতো। যখন মনের মতো কোনো সেবা চলে তখন কি শরীর খারাপের কথা মনে থাকে? যদি তোমাকে তোমার ইনচার্জ দিদি বলেন যে - না, তোমার শরীর ঠিক নেই, অন্য কেউ করে দেবে, তো করতে দাও কি? সেই সময় জ্বর কিম্বা মাথার যন্ত্রণা যেটাই থাকুক চলে যায় তাই তো? আর যখন সেটা পছন্দের কাজ না হয় তখন কী হবে?

মাথার যন্ত্রণাও চলে আসবে, পেটে ব্যাথাও চলে আসবে। আগেও বলেছিলাম না যে, জ্বরের অজুহাত দেখালে তখন টিচার বলবে যে, থার্মোমিটার লাগাও, কিন্তু পেটে ব্যথার, মাথার যন্ত্রণার তো আর থার্মোমিটার নেই। মুড ঠিক না থাকলে তখন বলে দেয় যে, পেটে ব্যথা করছে। তো এ'সব হলো অমনোযোগিতার বাহানা। অসীম জগতের বৈরাগ্য বৃত্তি মার্জ হয়ে গেছে আর বাহানাবাজি ইমার্জ হয়ে গেছে ।

বাপদাদা দেখছিলেন যে, সকল বাচ্চারা অত্যন্ত স্নেহের সাথে মধুবনে পৌঁছে গেছে। তো স্নেহ তো দেখিয়েছে, তার জন্য অভিনন্দন তোমাদেরকে। বাপদাদারও বাচ্চাদের খুশী দেখে খুশী হয়। কিন্তু এরপর কী করতে হবে? কেবলমাত্র মধুবন পর্যন্ত পৌঁছাতে হবে নাকি স্নেহের প্রমাণ দেখানোর জন্য ফরিস্তা রূপে সূক্ষ্মলোকে (বতনে) পৌঁছাতে হবে? কী করবে? মধুবনে পৌঁছে গেছো তার জন্য তো অভিনন্দন কিন্তু ফরিস্তা হয়ে সূক্ষ্মলোকে কখন পৌঁছাবে? চলতে ফিরতে তোমাদেরকে সকলে যেন ফরিস্তাই দেখে। কথাবার্তা, ওঠাবসা সবেতেই ফরিস্তা হয়ে যাও। আর ফরিস্তার অর্থই হলো ডবল লাইট । তো দিনচর্যাতে লাইট হয়ো না, বরং সম্বন্ধ-সম্পর্কে, স্থিতিতে লাইট। তো লাইট হতে জানো নাকি বোঝা গুলোই তোমাকে টানছে? বাপদাদা স্নেহের প্রমাণ দেখতে চান আর যখন স্নেহের প্রমাণ দেবে তখন করতালি দেওয়ারও প্রয়োজন হবে না, বরং মায়াও তখন হাততালি দেবে - বাঃ বিজয়ী বাঃ, প্রকৃতিও হাততালি দেবে। তো এখন কিছু পরিবর্তন নিয়ে এসো।

এখন নিজেকে স্নেহের সাথে সাথে শক্তিশালী বানাও। নিজের পরিবর্তনে শক্তিরূপ হও। সহজ যোগী, সহজযোগী বলে উদাসীনতাকে নিয়ে এসো না। বাপদাদা দেখেছেন যে, নিজের প্রতি হোক, সেবার প্রতি হোক কিম্বা অন্যদের সাথে সম্বন্ধ সম্পর্কের প্রতি উদাসীনতা বা অমনোযোগিতা বেশী পরিমাণে চলে এসেছে। এই রকমটা ভেবো না যে সব চলে। একে অপরকে কপি ক'রো না, বাবাকে কপি করো। অন্যদেরকে দেখার অভ্যাস একটু বেশী হয়ে গেছে। নিজেকে দেখার ব্যাপারে অমনোযোগিতা এসে গেছে। বাপদাদা বলেছিলেন না যে কাছের দৃষ্টি (Short-sight) দুর্বল হয়ে গেছে আর দূরের দৃষ্টি (Long-sight) প্রখর হয়ে গেছে। তাহলে এখন কী করবে? সীজনের ফল কী দেবে? নাকি কেবল বাবা এলেন, মিলন হলো, মিলিত হলাম, মুরলী শুনলাম - এটাই কি ফল? এক একটা সীজনের এক একটা ফল হয়ে থাকে না? তো এই সীজনের ফল বাপদাদাকে ভোগে কী নিবেদন করবে? যখন ভোগ নিবেদন করো তখন তাতে ফলও তো রাখো তাই না? সেগুলো তো বাজারেই পাওয়া যায়, সেটা কোনো বড় ব্যাপার নয়। এখন এই সীজনের কী ফল ভেট করবে যেটাকে ভোগে নিবেদন করবে? নিবেদন করবে নাকি পারা কঠিন? তাহলে দেখবো নম্বর ওয়ান ভোগ কোথা থেকে আসছে। খুব ভালো ভালো প্রতিজ্ঞা তো করে যাও, কখনো না করো না তোমরা তার জন্য, সব সময় হ্যাঁ-ই করে থাকো। খুশী করে দিয়ে থাকো। কিন্তু এখন কী করবে? টিচার্স নম্বর ওয়ান ভোগ লাগাবে তো না? সব সেন্টারের ভোগ দেখবো। প্রবৃত্তিতে যারা রয়েছো তারা ভোগ নিবেদন করে থাকো তো? নাকি নিজেই খেয়ে নাও? তো এটা ভেবো না যে, কেবল সেন্টারে যারা থাকে এটা তাদেরই কাজ? সকলের কাজ। তো আজ্ঞাকারীর (ফরমানবরদার) কদমকে প্র্যাকটিক্যালে নিয়ে আসতে হবে।

চতুর্থ কদম হলো - বিশ্বস্ত। কখনোই মন থেকে বা বুদ্ধিতে, সংকল্পেও বাবার অবিশ্বস্ত হয়ো না। বিশ্বস্তের অর্থই হলো সদা এক বাবা দ্বিতীয় কেউ নয় । সংকল্পেও যেন দেহ, দেহের সম্বন্ধ, দেহের পদার্থ বা কোনো দেহধারী ব্যক্তি আকর্ষণ না করে। যেমন যখন স্বামী - স্ত্রী পরস্পরের বিশ্বস্ত হয়, তখন স্বপ্নেও যদি দ্বিতীয় কারো কথা মনে পড়ে যায়, তবে তাকে বিশ্বস্ত বলা যাবে না। তো ব্রহ্মা বাবাকে তোমরা দেখেছো যে, সংকল্প পর্যন্তও অন্য কোনো দিকে যেত না। একমাত্র বাবাই হলেন সব কিছু। একেই বলা হয় বিশ্বস্ত । যদি পদার্থের প্রতিও আকর্ষণ রয়েছে, সাধন (সুযোগ সুবিধার উপকরণ) গুলির প্রতি আকর্ষণ রয়েছে, তবে সাধনা খন্ডিত হয়ে যায়, বিশ্বস্ততা খন্ডিত হয়ে যায়। আর খন্ডিত কখনোই সম্পন্ন, পূজ্য বলে গণ্য হয় না। সুতরাং চেক করো যে, সংকল্পেও কোনো আকর্ষণ অবিশ্বস্ত বানিয়ে দিচ্ছে না তো? যদি এতটুকুও কারো দিকে বিশেষ টান অনুভব হয়, সামান্যও পার্সোনাল টান থাকে, তার গুণের প্রতি হোক, কিম্বা সেবার প্রতি, ভালো সংস্কারের প্রতিও যদি এক্সট্রা প্রভাবিত হয়ে যাও, তবে বিশ্বস্ত বলা যাবে না। সকলের বিশেষত্বের প্রতি, অসীম জগতের বিশেষত্বের প্রতি আকর্ষণ থাকা সেটা হলো অন্য ব্যাপার। কিন্তু কোনো বিশেষ ব্যক্তি বা বৈভবের প্রতি আকর্ষণ থাকলে তবে বিশ্বস্ততার লিস্ট থেকে খন্ডিত হয়ে যাবে । অতএব চেক করো যে, খন্ডিত মূর্তি নই তো? পূজ্য হতে পেরেছি? কোথাও এক্সট্রা আকর্ষণ বা টান নেই তো? সংকল্পেও যেন টান না থাকে। বাচা - কর্মণার কথা তো বাদই দাও। কিন্তু সংকল্পেও যদি রয়েছে, তবে খন্ডিত'র লিস্টে চলে যাবে। তো চেক করতে পারো তো না? আচ্ছা ।

বরদানঃ- সাক্ষী ভাবের স্থিতির দ্বারা হীরোর ভূমিকা পালনকারী সহজ পুরুষার্থী ভব

সাক্ষী ভাবের স্থিতি ড্রামার মধ্যে হীরোর ভূমিকা পালন করতে সহযোগী হয়ে থাকে। যদি সাক্ষী ভাব না থাকে, তবে হীরোর পার্ট প্লে করতে পারবে না। সাক্ষী ভাব অর্থাৎ দেহ থেকে ডিট্যাচ, আত্মা মালিক ভাবের

স্টেজে স্থিত থাকবে। এমনকি নিজের দেহের প্রতিও সাক্ষী, মালিক। এই দেহকে দিয়ে কর্ম করাবে, এই রকম সাক্ষী স্থিতিই সহজ পুরুষার্থের অনুভব করায়। কেননা এই স্থিতিতে কোনো প্রকারেরই বিঘ্ন কিম্বা প্রতিবন্ধকতা আসতে পারে না। এটাই হলো মূল অভ্যাস। এই অভ্যাসের দ্বারাই লাস্টে বিজয়ী হবে।

স্লোগানঃ- ফরিস্তা হতে হলে নিজের সকল রিস্তে অর্থাৎ সম্বন্ধ এক প্রভুর সাথে জুড়ে নাও।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;